THE HUNGER PROJECT

আমার স্বাস্থ্য, আমার দায়িত্ব

আত্মপ্রত্যয়

যশোর অঞ্চল-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ-০১, সংখ্যা ০৫ । ২২ আগষ্ট ২০২০

বাসা নং: ২৯০, ব্লক-সি, নতুন উপশহর, যশোর
https://www.facebook.com/thpbjes
০১৭১২৬২১৬২৩/০১৭১১০৪৮৮৯৭

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে গাংনী উপজেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

'আমার স্বাস্থ্য, আমার দায়িত্ব' শ্লোগানকে সামনে রেখে গাংনী উপজেলার নয়টি ইউনিয়নে গত ২১ আগষ্ট থেকে শুরু হয়েছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। শুরুতে স্বেচ্ছাব্রতীরা র‍্যালি নিয়ে প্রতিটি ইউনিয়নের দুটি গ্রাম ঘুরে ইউনিয়ন পরিষদে শেষ করেন।

গ্রাম উন্নয়ন দল(ভিডিটি)-এর নেতৃত্বে র‍্যালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, কমিউনিটি ক্লিনিকের সদস্য, ইয়ুথ সদস্য, নারীনেত্রী, উজ্জীবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ গাংনী উপজেলার এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দীন বলেন, এডিস মশার কামড়ে আক্রান্ত হয়ে গত বছর গাংনীসহ সারাদেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে অকালে মৃত্যুবরণও করছে। সে জন্য এ বছর আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বাঁচতে হলে এডিস মশা নিয়মিত নিধন করতেই হবে।

ইয়ুথ সদস্য রাকিবুল ও পলাশ বলেন, ঘর ও আশপাশের যে কোন পাত্রে বা জায়গায় জমে থাকা পানি নিয়মিত পরিষ্কার করলে এডিস মশার লার্ভা মরে যায়। ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারনে পাত্রটি ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর। যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু সেরে যায়, তবে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এ ব্যাপারে প্রত্যেককে সচেতন থাকতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেয় গোলাম ফারুক, আব্দুল মতিন, মোঃ আব্দুল মজিদ, আলতাফ, উলফাতন, মোঃ রজিবুল ইসলাম, সোহেল আহমেদ, মোঃ হাসান আলী, নুরুজ্জামান মাবুদ, রাবেয়া বসরী, বানেরা খাতুন, মাহমুদ সজিব, মুকুর চৌধুরী, আঃ রহমান, মোঃ রেজাউল ইসলাম , আব্দুল হাদী, আরজু, আশিক আহাম্মেদ, বিউটি খাতুন, নজরুল ইসলাম, বন্যা খাতুন, আশিক, আকাশ, সবুজ খান, মনিরুজ্জামান মনি, জহুরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান, রিপন, ইদ্রিস, ইভা খাতুন , মাসুদ, সুমন, গোলাম সাকলায়েন, মোঃ হিরো, লাভলী, মোঃ সুমন রেজা, মিজানুর রহমান, রেজা, সোহেল রানা, আহাম্মেদ পলাশ, জুয়েল রানা, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, রুহুল আমীন, ইকবাল হোসেন, ইন্‌জামামুল, সজিব আহাম্মেদ, টুটুল, আবু উবাইদা, মোঃ আখেরুজ্জামান, রফিকুল, জয়নাল আবেদীন, হাবিবুর রহমান, সোহাগ প্রমূখ। সচেতনতামূলক কার্যক্রমটি সপ্তাহব্যাপী সাহারবাটি, কাথুলী, কাজীপুর, রায়পুর, বামুন্দী, মটমুড়া, তেঁতুলবাড়িয়া, ধানখোলা ও কাজীপুর ইউনিয়নে চলমান থাকবে বলে জানান স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতীরা।

সম্পাদকীয়: দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এখন বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। বন্যা মোকাবেলা জেলায় জেলায় চলছে প্রস্তুতি। সরকার বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু বন্যাকবলিত এলাকার মানুষের মনে ভয় ও আতংক কমছে না। বানভাসী মানুষের আশঙ্কার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন দুই আতংক। এই আতংকের নাম হচ্ছে করোনাভাইরাস ও ডেঙ্গু। গাংনী উপজেলার স্বেচ্ছাব্রতীরা করোনাভাইরাস সহিষ্ণু গ্রাম গড়ার পাশা পাশি ডেঙ্গু পতিরোধে কাজ করছেন। এবারের ***'আত্মপ্রত্যয়'*** -এর পঞ্চম সংখ্যায় তাদের উদ্যোগের গল্প তুলে ধরা হয়েছে।

সম্পাদক: মোঃ খোরশেদ আলম
নির্বাহী সম্পাদক: অধীশ দাশ
বিশেষ কৃতজ্ঞতায়: মোঃ হেলাল উদ্দীন, মোঃ গিয়াস উদ্দীন ও মোঃ মাসুদ পাভেজ

তথ্য সংগ্রহ: স্বেচ্ছাব্রতী ও ইউনিয়ন সমন্বয়কারীদের ফেবু এবং মুঠোফোনে
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, যশোর অঞ্চল